শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চরিত্র-চিত্রণ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনিতে যে তিনটি মাত্র চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় (কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই) সেগুলি সুঅঙ্কিতই বলা চলে। নাট্যধর্মী সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি বিকশিত। তবে ভগবান নারায়ণের মানবমূর্তি হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ চরিত্রকে স্বীকার করা শক্ত। বরং গোপপল্লির কামসর্বস্ব রুচিবিগর্হিত এক যুবক হিসেবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ চরিত্র প্রকাশিত। রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণের মধ্যে প্রণয়ের মাধুর্য প্রকাশিত হয় নি, বরং কৌশল ও বলপ্রয়োগের দ্বারা দেহসম্ভোগের স্থূলতা প্রকাশিত হয়েছে।

বড়াই চরিত্র রাজন্যযুগের দূতী বা কুট্টিনী চরিত্রের ভগ্নাবশেষ মাত্র। তবে চরিত্রটি যথাযথ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান সম্পদ রাধা চরিত্র। কৃষ্ণের প্রেমপ্রস্তাবে কুপিতা রাধার মূর্তিও যেমন স্বাভাবিক, তেমনি তার প্রণয়তাপের আকুলতাও কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার যে আকুল আর্তি প্রকাশিত, তার কাব্যশ্রী অস্বীকার করা যাবে না—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন।।"

রাধা চরিত্রের মধ্যে যে যৌবনচাঞ্চল্য ও দেহকামনার উদগ্রতা দেখা গিয়েছিল সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে, রাধাবিরহ অধ্যায়ে এসে সেই রাধাকেই আমরা দেখি বিরহের অগ্নিতাপে বিশুদ্ধ প্রণয়িনীরূপে। রাধা বিরহ খণ্ডের ভাব ও ভাষা যেন পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের মাধুর্যপ্রবাহের পূর্বাভাস। কৃষ্ণবিরহে রাধার হাহাকার ধ্বনি এক চিরকালীন কাব্যমাধুর্যে পরিপূর্ণ—

"এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মো সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর।।"

'রাধাবিরহ'-র বিশিষ্টতা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সর্বমোট ১৩টি খণ্ডের মধ্যে 'রাধাবিরহ' অংশটি বিশিষ্ট। অনেকে মনে করেন, এই সর্বশেষ খণ্ডটি আসলে প্রক্ষিপ্ত। কেননা, পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির নামের শেষে 'খণ্ড' কথাটি চিহ্নিত হলেও 'রাধাবিরহ' খণ্ডটিতে তা অনুপস্থিত। তাছাড়া সমগ্র কাব্যটির আদিরসাত্মক স্থূল ভাবের সঙ্গে সর্বশেষ খণ্ডের ভাবগত সাদৃশ্য নেই।

তবু 'রাধাবিরহ'-ই কাব্যরসিক ও বৈষ্ণব ভক্তগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বপেক্ষা মূল্যবান অংশ। প্রথমত, স্থূল দেহবাসনার সীমা ভেঙে এই 'রাধাবিরহ' অংশই প্রেমকে কলুষতাহীন উজ্জ্বল হৃদয়ভাবে উন্নীত করেছে। দ্বিতীয়ত, সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাট্যলক্ষণের

বাহুল্য থাকলেও এই রাধাবিরহ খণ্ডটিতে এসে কাব্যটি গীতিকাব্যিক মূর্চ্ছনায় পাঠকচিত্তকে প্লাবিত করে দেয়। এই কারণেই প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার যেখানে শেষ, পদাবলির রাধার সেখানে আরম্ভ।" যথার্থই রাধাবিরহের রাধাই যেন পরবর্তী বৈষ্ণব পদসাহিত্যের নির্ঝরকে বাধামুক্ত প্রেমাকুলতার পথে প্রবাহিত করে দিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের পূর্ব সূচনা হিসেবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যমূল্যকে স্বীকার করতে হবে।